আত্মার দ্বারা চালিত

১ম দিন
আত্মা আপনার সঙ্গে বাস করেন

যোহন ১৪:১৬-১৭
১৬ *আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন।* ১৭ *সেই সাহায্যকারীই সত্যের আত্মা। জগতের লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ তারা তাঁকে দেখতে পায় না এবং তাঁকে জানেও না। তোমরা কিন্তু তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের সংগে সংগে থাকেন আর তোমাদের অন্তরে বাস করবেন।*

পরামর্শদাতারা সহায়তা প্রদান করেন যারা আবেগপ্রবণ সমস্যার সম্মুখীন তাদের সমস্যা শনাক্ত করা এবং এই সমস্যা নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে। বেশীরভাগ পরামর্শদাতারা একটা নির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ সময় না নিয়ে বরং একটা নির্দিষ্ট সময়কালে তারা তাদের মক্কেলদের সাথে কাজ করেন, মক্কেলদের কল্যাণ প্রতিপালনে এবং ব্যাক্তিগত সমস্যার সমর্থনে অথবা জীবনের কোনো পরিবর্তনে।

পবিত্র আত্মাকে আমদের পরামর্শদাতা হিসেবে দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয় কিন্তু চিরকালের জন্যই দেয়া হয়েছে। তিনি আমাদের সঙ্গে থাকেন এবং আমাদের মধ্যে থাকবেন। জগত তাকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জগত না তাকে জানে এবং না তাকে দেখতে পায় । চিন্তা করুন এমন কেউ যাকে আমরা সম্মান দেই তিনি আসেন এবং আমাদের সাথে আমাদের ঘরে থাকেন। আমরা নিশ্চিত করবো যে তিনি নিজেকে বিশেষ এবং প্রাণবন্ত অনুভব করছেন। তিনি তার খাবার সময়মত পাচ্ছেন এবং শুধু সাধারণ খাবার নয়, বিশেষ খাবার। আমরা সব দিক দিয়ে ঐ মানুষের জন্য সেরাটাই দিতে চাই।

আমরা কি পবিত্র আত্মাকে আমাদের ভিতরে বিশেষ এবং প্রাণবন্ত অনুভব করাচ্ছি? একজন পরামর্শদাতা হিসেবে, তিনি আমাদের সাথে কথা বলতে ভালবাসেন। আমরা কি তার পরামর্শ শোনার জন্য সময় তৈরী করি? আপনি শেষ কবে পবিত্র আত্মার কোনো পরামর্শ বা পরিচালনা শুনেছেন বা অনুসরণ করেছেন? আমরা কি প্রতিশ্রুতি করতে পারি যে তার মুল্যবান পরামর্শ শোনা এবং অনুসরণ করাকে অভ্যাসে পরিণত করবো এমনকি এই পরামর্শ আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও। শুধু তখনই আমরা বলতে পারবো যে আমরা আত্মার দ্বারা পরিচালিত।

<u>প্রয়োগ:</u>
পবিত্র আত্মার সাথে মনে রাখার মত সময় কাটান তাকে আর তার পরামর্শ দিতে অনুরোধ করুন এবং পরামর্শ শুনতে ও তার পরিচালনা অনুসরণ করতে মনোযোগী হোন।

২য় দিন
আত্মা আপনাকে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবেন

যোহন ১৪:২৬-২৭
"সেই সাহায্যকারী, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনিই সব বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সেই সব তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন।
"আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি আমি তোমাদের দিচ্ছি; জগৎ যেভাবে দেয় আমি সেইভাবে দিই না। তোমাদের মন যেন অস্থির না হয় এবং মনে ভয়ও না থাকে। "

আমাদের জীবনে এমন সময় ছিলো যখন আমরা স্কুলে ও কলেজে ছিলাম; আমরা নির্দিষ্ট কিছু ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পছন্দ করতাম না। কারণ হতে পারে আমরা ঐ বিষয়টি পছন্দ করতাম না, অথবা ঐ শিক্ষককে পছন্দ করতাম না। অথবা ক্লাসের বাইরের কোনো কিছু বেশীই পছন্দ করতাম, হতে পারে কোনো সিনেমা বা কিছু খেলাধুলা।

পবিত্র আত্মা শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। পবিত্র আত্মার চেয়ে ভালো শিক্ষা আর কেউ দিতে পারে না। যে বিষয় তিনি শিক্ষা দেন সেটাও সেরা বিষয়। হতে পারে আমরা এত ব্যস্ত যে এই বিষয় শিক্ষা নেয়ার জন্য আমাদের সময় নেই। হতে পারে আমাদের এই বিষয় ভাল লাগে না। হতে পারে পবিত্র আত্মা আমাদের যা দিতে পারেন সেটার থেকে অন্য কিছু আমরা বেশি পছন্দ করি।

এই বিষয় আমাদের শান্তি দিতে পারে। এটা আমাদেরকে সকল সমস্যা ও ভয় থেকে উদ্ধার করবে।
একদিন আমাদের এই বিষয়কে ভাল লাগতেই হবে, আজ কেনো নয়?

প্রয়োগ:
বাইবেল ও পবিত্র আত্মার কাছ থেকে শোনার মধ্য দিয়ে মনে রাখার মত সময় কাটান। ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে এবং তা অনুসরণ করার ব্যাপারে আপনাকে শিক্ষা দিতে বলুন।

৩য় দিন
আত্মা যীশুর পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন

যোহন ১৫:২৬-২৭
26 *"যে সাহায্যকারীকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব, তিনি যখন আসবেন তখন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। ইনি হলেন সত্যের আত্মা যিনি পিতার কাছ থেকে আসবেন।* **27** *আর তোমরাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে, কারণ প্রথম থেকেই তোমরা আমার সংগে সংগে আছ।"*

সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে কথা বলা, বিশেষ করে , আদালতের ক্ষেত্রে অথবা প্রমাণ দেয়ার ক্ষেত্রে। আমরা যদি পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হই, তাহলে আমরা যীশুর পক্ষে সাক্ষ্য দিব।
যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছেন তা তাদেকে অবশ্যই সাক্ষ্য দিতে হবে কারন তারা তাঁর সাথে শুরু থেকে ছিলেন । তাই, যতদিন পবিত্র আত্মা আমাদের সঙ্গে আছেন, যীশু খ্রীষ্টের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ততবেশী গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের।

আমাদের আশেপাশে তাকালে দেখতে পাই, অনেক মানুষ অন্য কারো পক্ষে, কোনো পদ্ধতি, কোনো অনুশীলনের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং অনেক অনেক কমই আমরা দেখি যে কেউ যীশুর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

কোন বিষয়ে আরো বেশী গুরুত্ব সহকারে কথা বলতে হবে সেই ইচ্ছা আমাদেরই, সেই বিষয় হতে পারে যীশু খ্রীষ্ট অথবা অন্য কোনো বিষয়।

প্রয়োগ:
আজ কারো কাছে যীশু খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য সময় নিন। প্রতিদিন কমপক্ষে একজন মানুষের কাছে যীশু খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া অভ্যাসে পরিণত করুন আর তা বাড়াতে থাকুন।

দিন ৪
সেই আত্মাই প্রভু যীশুর গৌরব নিয়ে আসে

যোহন ১৬:১৩-১৪
১৩ কিন্তু সেই সত্যের আত্মা যখন আসবেন তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন। তিনি নিজ থেকে কথা বলবেন না, কিন্তু যা কিছু শোনেন তা-ই বলবেন, আর যা কিছু ঘটবে তাও তিনি তোমাদের জানাবেন। ১৪-১৫ সেই সত্যের আত্মা আমারই মহিমা প্রকাশ করবেন, কারণ আমি যা করি ও বলি তা-ই তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ করবেন। পিতার যা আছে তা সবই আমার। সেইজন্যই আমি বলেছি, আমি যা করি ও বলি তা-ই তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ করবেন।

প্রায়ই আমরা দেখে থাকি যে, পৃথিবীর মানুষেরা নিজের বিষয় গৌরবান্বিত হতে চায়। তারা নিজেদের বিষয়ে সমৃদ্ধশীল কথাবার্তাই বলে থাকে। আমরা আরো দেখে থাকি যারা একটি পদ বা একটি ভাল আসনে আছে তারা বেশি নিজের গুনগান করে থাকে।
কিন্তু আমরা যদি সত্যের আত্মা অর্থাৎ পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হই তাহলে সেই সত্যের আত্মা অর্থাৎ পবিত্র আত্মা আমাদের সব সত্যিতে পথপ্রর্দশক হয়ে থাকে। পরিত্রাণ শুধু ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। স্বর্গে আমরা এ ধ্বনি শুনি, "হালেল্লুইয়া ! পরিত্রাণ, গৌরব এবং শক্তি আমাদের ঈশ্বরের অধীনে।"
সেই আত্মা নিজ থেকে কথা বলবেন না কিন্তৃ যা কিছু শোনেন তা-ই বলবেন, আর যা কিছু ঘটবে তাও তিনি তোমাদের জানাবেন।
আমরা যদি সেই আত্মা দ্বারা চালিত হই আর সেই আত্মা যীশু হইতে গ্রহণ করে এবং আমাদেরকে জানায, আমরা কি ঈশ্বরের জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছি?

প্রয়োগঃ
কি কি ভাবে পবিত্র আত্মা আপনাকে যীশুর বিষয়ে উপলব্দিতে সাহায্য করেছে যাতে আপনি আগের থেকে বেশী যীশুর প্রশংসা ও গৌরব করতে শিখেছেন।

দিন ৫

সেই আত্মা আমাদের নির্ভয়ে কথা বলার ক্ষমতা দেয়

প্রেরিত ৪:৩১-৩২

৩১ যে জায়গায় তাঁরা মিলিত হয়েছিলেন, প্রার্থনা করবার পর সেই জায়গাটা কেঁপে উঠল। আর তাঁরা সবাই পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হয়ে সাহসের সংগে ঈশ্বরের বাক্য বলতে লাগলেন।
৩২ খ্রীষ্টে বিশ্বাসীরা সবাই মনেপ্রাণে এক ছিল। কোন কিছুই তারা নিজের বলে দাবি করত না বরং সব কিছুই যার যার দরকার মত ব্যবহার করত।

চলুন দেখা যাক শিষ্যদের সেই দিনগুলো, আমরা দেখতে পাই কিভাবে তারা নির্যাতিত হতো যখন তারা যীশুর বিষয়ে বলতো। কিন্তু আমরা তাদেরকে এইসব অত্যাচার এর জন্য লজ্জা পেয়ে দূরে সরে যেতে অথবা ভয় পেতে দেখি না। আর এটা সম্ভব ছিল কারণ তারা সবাই পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ ছিল এবং সেই আত্মা তাদেরকে সক্ষমতা দান করেছিল ঈশ্বরের বাক্য নির্ভয়ে বলার জন্য।

আপনি একটা প্রচার অথবা একটা শিক্ষা দেবার সুযোগ পান তাহলে আপনি কি তা নির্ভয়ে ব্যবহার করবেন নাকি আপনি চাইবেন অন্য কেউ সেটি করুক? হয়তো আমরা চিন্তা করব শুধু নেতাদের একটা করা উচিত।

বাইবেল বলে, সব শিষ্যরা তাদের মন ও চিন্তায় এক ছিল। যেখাণে তার যেত সেইখানে ঈশ্বরের বাক্য নির্ভয়ে বলতো।

প্রয়োগ:

আপনাদের যেকোন একটি সভাতে নির্ভয়ে প্রচার করুন। যদি আপনি নিয়মিত প্রচারক হয়ে থাকেন তাহলে অন্য শিষ্যদের এই কাজটি করতে দিন যে তা করতে পারে।

দিন ৬

পবিত্র আত্মাকে মিথ্যা বলবেন না

প্রেরিত ৫:১-৩

1 তখন অননিয় নামে একজন লোক ও তার স্ত্রী সাফীরা একটা সম্পত্তি বিক্রি করল।
2 তার স্ত্রীর জানামতেই বিক্রির টাকার কিছু অংশ সে নিজের জন্য রেখে বাকী টাকা প্রেরিত্দের দিল।
3 তখন পিতর বললেন, "অননিয়, কি করে শয়তান তোমার মন এমনভাবে অধিকার করল যে, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা কথা বললে এবং জমি বিক্রির টাকা থেকে কিছু টাকা নিজের জন্য রেখে দিলে?

অনেক সময় অন্য কিছুর প্রতি ভালোবাসা আমাদেরকে এটা চিন্তা করতেও বাধা দেয় যে, আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেদেরকে লুকাতে পারি। অননিয় নামে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ একজন ব্যক্তি অল্প সময়ের মধ্যেই শয়তানকে তার হৃদয় পরিপূর্ণ করতে দিয়েছিল।

আমরা কি দ্বারা পরিপূর্ণ? ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা নাকি জগতের কোনো কিছুর প্রতি ভালোবাসা?

যাকোব ৪:৪ *অবিশ্বস্ত লোকেরা! তোমরা কি জান না, জগতের বন্ধু হওয়া মানে ঈশ্বরের শত্রু হওয়া? সেইজন্য যে কেউ জগতের বন্ধু হতে ইচ্ছা করে সে নিজেকে ঈশ্বরের শত্রু করে তোলে।*

আমরা যদি পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হই, তবে আমরা সবসময় সত্য কথা বলব। আমরা যদি কারো কাছে মিথ্যা বলে থাকি তবে আমরা ঈশ্বরের কাছেই মিথ্যা বলেছি।

প্রয়োগ:

আপনি যদি অতীতে কারো কাছে মিথ্যা বলে থাকেন, চলুন তার নিকট স্বীকার করুন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এখন থেকে চলুন সর্বদা সত্য কথা বলি।

দিন ৭

পবিত্র আত্মাকে পরীক্ষা করতে সম্মত হবেন না।

প্রেরিত ৫:৭-৯

7 *এর প্রায় তিন ঘণ্টা পরে অননিয়ের স্ত্রী সেখানে আসল, কিন্তু কি ঘটেছে তা সে*
জানত না। **8** *তখন পিতর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বল দেখি, তুমি আর অননিয়*
সেই জমিটা কি এত টাকাতে বিক্রি করেছিলে?"
সে বলল, "হ্যাঁ, এত টাকাতেই।"
9 *তখন পিতর তাকে বললেন, "প্রভুর আত্মাকে পরীক্ষা করবার জন্য কেন তোমরা*
একমত হলে? দেখ, যে লোকেরা তোমার স্বামীকে কবর দিয়েছে তারা দরজার কাছে
এসে পৌঁছেছে, আর তারা তোমাকেও বাইরে নিয়ে যাবে।"

অননিয়ের স্ত্রী সাফিরা অননিয়কে এটা করা থেকে বাধা দিতে পারত কিন্তু দেখা যায় যে, সেও (সাফিরা) অন্ধ হয়ে ছিল, সেও মিথ্যা বলেছিল। আমরা কত তারাতারি প্রভাবিত হয়ে যেতে পারি যখন আমরা কারো সাথে আবেগ দ্বারা যুক্ত থাকি?
যদি ঈশ্বর আমাদের জ্ঞানের মধ্যে কিছু নিয়ে এসে থাকেন তবে এটা আরো ভালো এ বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলি। আবেগ দ্বারা তাড়িত হওয়ার চাইতে আমাদের বরং ঈশ্বরকে কি সন্তুষ্ট করছে সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। নাহলে আমাদের আবেগ আমাদেরকে মিথ্যার দিকে পরিচালিত করবে এবং পবিত্র আত্নাকে পরীক্ষা করবে।

প্রয়োগঃ
ঈশ্বর কি আপনাকে আপনার পরিবারের মধ্যে অথবা সহভাগিতায় অন্যদের সর্ম্পকে কিছু দেখিয়েছেন? এ বিষয় নিয়ে প্রার্থনা করুন এবং পবিত্র আত্মার সহায়তা নিয়ে তাদের সাথে কথা বলুন এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে তাদের সাহায্য করুন।

দিন ৮

পবিত্র আত্মাকে বাধা না দেয়া

প্রেরিত ৭:৫১-৫৩

51 *"হে একগুঁয়ে জাতি! অযিহূদীদের মতই আপনাদের কান ও অন্তর, আর আপনারাও ঠিক*
আপনাদের পূর্বপুরুষদের মত। আপনারা সব সময় পবিত্র আত্মাকে বাধা দিয়ে থাকেন। **52**
এমন কোন নবী আছেন কি, যাঁকে আপনাদের পূর্বপুরুষেরা অত্যাচার করেন নি? এমন কি,
যাঁরা সেই ন্যায়বান লোকের, অর্থাৎ খ্রীষ্টের আসবার কথা আগেই বলেছেন তাঁদেরও তাঁরা
মেরে ফেলেছেন। আর এখন আপনারা যীশুকেই শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে খুন
করিয়েছেন। **53** *স্বর্গদূতদের মধ্য দিয়ে আপনাদের কাছেই তো আইন-কানুন দেওয়া হয়েছিল,*
কিন্তু আপনারা তা পালন করেন নি।"

ঈশ্বর তাঁর আইন কানুন আমাদের দিয়েছেন, যেন আমরা তা পালন করি। যখন আমরা পালন করি না আর তার অবাধ্য হই, তিনি তার লোকদের পাঠান যেন তারা আমাদের ঈশ্বরের পথে চালিয়ে/ দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। তিনি নবীদের পাঠিয়েছিলেন কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই আমরা তার পাঠানো লোকদের উপহাস, অপমান এমন কি, খুন করেছি।

ইব্রীয় ১৩:৭

7 *যাঁরা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য বলতেন তোমাদের সেই নেতাদের কথা মনে*
রেখো। তাঁদের জীবনের শেষ ফলের কথা ভাল করে চিন্তা কোরো এবং তাঁদের মত
করে তোমরাও বিশ্বাস কোরো।

ইব্রীয় ১৩:১৭

17 *তোমাদের নেতাদের কথা মেনে চোলো এবং তাঁদের বাধ্য হয়ো, কারণ যাঁরা ঈশ্বরের কাছে*
হিসাব দেবেন সেই রকম লোক হিসাবেই তো তাঁরা তোমাদের দেখাশোনা করেন। তাঁদের বাধ্য
হয়ো যাতে তাঁরা তাঁদের কাজ আনন্দের সংগে করতে পারেন, দুঃখের সংগে নয়। যদি দুঃখের
সংগেই তা করতে হয় তবে তাতে তোমাদের কোন লাভ হবে না।
যদি ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জীবনে কার্যকর না হয়, তখনই আমরা পবিত্র আত্মাকে বাধা দিয়ে থাকি।

প্রয়োগঃ

এই সপ্তাহে আমাদের নেতাদের সাথে সময় কাটান এবং সাহায্য নিন যে কিভাবে আমরা আরো খ্রীষ্টের মত হতে পারি। কোন রকম বাধা/ প্রতিবাদ না করে তাদের কথাগুলো শুনুন।

দিন ৯
পবিত্র আত্মাকে টাকা দিয়ে কেনা যায় না

প্রেরিত ৮:১৮-২১
18 *যখন শিমোন দেখল যে, প্রেরিতদের হাত রাখবার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মাকে দেওয়া হল তখন সে তাঁদের কাছে টাকা এনে বলল,* **19** *"আমাকেও এই শক্তি দিন যেন আমি কারও উপরে হাত রাখলে সে পবিত্র আত্মা পায়।"*
20 *তখন পিতর তাকে বললেন, "তোমার টাকা তোমার সংগেই ধ্বংস হোক, কারণ তুমি মনে করেছ ঈশ্বরের দান টাকা দিয়ে কেনা যায়।* **21** *আমাদের এই কাজে তোমার কোন ভাগ বা অধিকার নেই, কারণ ঈশ্বরের চোখে তোমার অন্তর ঠিক নয়।*

অনেক সময় আমরা মনে করি টাকা দিয়ে আমরা সবকিছুই কিনতে/বা করতে পারি, টাকার জোড়ে সবকিছুই করা সম্ভব। একপ্রকার প্রলোভন কাজ করে। শিমোন এমনই চিন্তা করেই ঈশ্বরের দেয়া উপহার "পবিত্র আত্নাকে" টাকার বিনিময়ে কিনতে চেয়েছিল। ঈশ্বর আজকে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন যে কাকে কীরকম উপহার দিবেন। আমরা তখনই এই দান বা উপহার পাই যখন তা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, আমরা অন্য কাওকেই এটা দিতে পারবো না, যদি না, ঈশ্বর সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন তা দেয়ার। "পবিত্র আত্মা" ঈশ্বর তাদেরকেই দিয়ে থাকেন যারা তাঁর বাধ্য থাকে/তাঁর কথা মত চলে।
যখন আমরা মনে করি ঈশ্বরের দান টাকা দিয়ে কিনতে পারব, তখন তাঁর রাজ্যে বা কাজের কোন ভাগ বা অধিকার নেই। করণ ঈশ্বরের চোখে আমাদের অন্তর ঠিক নেই।

প্রয়োগঃ
আজকে "পবিত্র আত্মাকে" অনুরোধ করি যেসব ক্ষেত্রে আমাদের অন্তর ঈশ্বরের সাথে ঠিক নেই, তা যেন প্রকাশ করে। প্রার্থনা করা যেন সেই ক্ষেত্রগুলো থেকে আজকে ঈশ্বর যেন আমাদের তুলে নিয়ে আসেন।

১০ম দিন
পবিত্র আত্মা আমাদের উৎসাহ দেয়

প্রেরিত ৯:৩১
সেই সময় যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়া প্রদেশের মণ্ডলীগুলোতে শান্তি ছিল, আর সেই মণ্ডলীগুলো গড়ে উঠছিল। ফলে প্রভুর প্রতি ভক্তিতে ও পবিত্র আত্মার উৎসাহে তাদের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছিল।

এখানে আমরা দেখতে পাই যে মন্ডলীগুলো পবিত্র আত্মার উৎসাহে বেড়ে উঠছিলো। তারা প্রভুর প্রতি ভক্তিতে ও সংখ্যায় বেড়ে উঠছিলো।
কোন কোন উপায়ে আমরা মনে করতে পারি যে অতীতে পবিত্র আত্মা কোন কোন ভাবে আমাদের শক্তি দিয়েছেন এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন ?

আমাদের চার্চ, ফ্যামিলি গ্রুপ কেমন করছে ? তারা কি সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে ? আমরা কি প্রভুর প্রতি ভক্তিতে জীবন যাপন করছি ? ফ্যামিলি গ্রুপের শিষ্যরা কি প্রভুর প্রতি ভক্তিতে জীবন যাপন করছে ? আপনি কি শান্তিপূর্ণ সময় উপভোগ করছেন ?

প্রয়োগ:
নিজেকে পবিত্র আত্মার উৎসাহের একজন মাধ্যম হতে উৎসাহ দিন। আপনার ফ্যামিলি গ্রুপে উৎসাহপূর্ণ সময় দেয়ার জন্য উদ্যোগ নিন এবং একজন আরেকজনকে উৎসাহ দিন যেনো প্রভুর প্রতি ভক্তিতে জীবনযাপন করতে পারেন।

১১তম দিন
আত্মার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে জীবনযাপন করা

রোমীয় ৮:৫-৬
৫ যারা পাপ-স্বভাবের অধীন তাদের মন পাপ-স্বভাব যা চায় তাতে আগ্রহী; আর যারা পবিত্র আত্মার অধীন তাদের মন পবিত্র আত্মা যা চান তাতে আগ্রহী। ৬ পাপ-স্বভাব যা চায় তাতে আগ্রহী হবার ফল হল মৃত্যু, আর পবিত্র আত্মা যা চান তাতে আগ্রহী হবার ফল হল জীবন ও শান্তি।

আমরা প্রায়ই আমাদের শরীরের যত্ন নেই এবং মাঝে মাঝে আমাদের অন্তরের যত্ন নিতে ভুলে যাই। অন্তর মানুষের শরীরের অংগ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটা প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের মধ্য দিয়ে পথ দেখায়। এটা প্রতিদিন আমাদের স্মৃতির মাধ্যমে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে।

আমরা যদি আমাদের অন্তরকে আত্মার কাছে সমর্পণ করি তাহলে আত্মা আমাদের অন্তরকে নিয়ন্ত্রন করে। আত্মা দ্বারা অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করার ফল হচ্ছে জীবন ও শান্তি।অন্যথায়, আমাদের অন্তর পাপ স্বভাবের দিকে অগ্রসর হয়। পাপ-স্বভাব যা চায় তাতে আগ্রহী হবার ফল হল মৃত্যু।

প্রয়োগ:
আপনার আকাঙ্ক্ষার তালিকা করুন এবং দেখুন যে আপনার অন্তর কি পাপ স্বভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নাকি আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

দিন ১২
পবিত্র আত্মা আমাদের হয়ে অনুরোধ করে

রোমীয় ৮:২৬-২৭
26 *এছাড়া আমাদের দুর্বলতায় পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন। কি বলে প্রার্থনা করা উচিত তা আমরা জানি না, কিন্তু যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না সেই রকম আকুলতার সংগে পবিত্র আত্মা নিজেই আমাদের হয়ে অনুরোধ করেন।* **27** *যিনি মানুষের অন্তর খুঁজে দেখেন তিনি পবিত্র আত্মার মনের কথাও জানেন, কারণ পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছামতই ঈশ্বরের লোকদের জন্য অনুরোধ করেন।*

কোন অফিস থেকে সার্টিফিকেট তোলার কোন অভিজ্ঞতা কি আমাদের আছে? সেখানে কাউকে যদি না চিনি এবং ঐ অফিসের নিয়ম কানুন যদি জানা না থাকে। তখন হঠাৎ যদি কেউ এসে আমাদের সাহায্য করে এবং প্রশান্তি নিয়ে আমরা ঐ অফিস থেকে বের হতে পারি।

পবিত্র আত্মা আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করেন। অনেকসময় আমরা জানিনা যে কি করতে হবে। প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই ভাল নাও করতে পারি। অনেক সময় আমরা জানি না কিভাবে প্রার্থনা করব এবং কিসের জন্য প্রার্থনা করব। পবিত্র আত্মা আমাদের প্রার্থনার জীবনে সাহায্য করেন। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না সেই রকম আকুলতার সংগে পবিত্র আত্মা আমাদের হয়ে অনুরোধ করেন। পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা মতই ঈশ্বরের লোকদের জন্য অনুরোধ করেন।

প্রয়োগ:
পবিত্র আত্মাকে অনুরোধ করুন যাতে তিনি আপনার প্রার্থনার জীবনকে ভাল করতে সাহায্য করেন। তিনি আপনাকে যেভাবে পরিচালনা করেন সেভাবে প্রার্থনা করুন এবং আপনার উন্নতি উপলব্ধি করে আনন্দিত হোন।

দিন ১৩
পবিত্র আত্মার ধার্মিকতা, শান্তি ও আনন্দ

রোমীয় ১৪:১৭-১৮
17 ঈশ্বরের রাজ্যে খাওয়া-দাওয়া বড় কথা নয়; বড় কথা হল, পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে সৎ পথে চলা আর শান্তি ও আনন্দ। 18 যে এইভাবে খ্রীষ্টের সেবা করে ঈশ্বর তার উপর সন্তুষ্ট হন এবং লোকেও তাকে ভাল মনে করে।

আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে আছি। সবাই আমরা খ্রীষ্টকে সেবা করতে চাই। কিভাবে আমরা তাঁর সেবা করব তা গুরুত্বর্পূণ। বাইবেল বলে যারা এভাবে খ্রীষ্টের সেবা করে ঈশ্বর তার উপর সন্তুষ্ট হন এবং লোকেও তাকে ভাল মনে করে।

আমরা কি পবিত্র আত্মায় সৎ জীবন, শান্তি ও আনন্দের জন্য মনোযোগী। আমরা কি একে অন্যকে গড়ে তুলি? যখন আমরা সৎ নই, তখন আমরা শান্তি ও আনন্দ হারাই। আসুন আমরা সর্বচেষ্টা করি যাতে শান্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতায় যেন বেড়ে উঠতে পারি।

প্রয়োগঃ
আপনার জীবনে এমন কোন বিষয় কি আছে যা আপনার শান্তি কেড়ে নিচ্ছে? পবিত্র আত্মাকে অনুরোধ করুন যাতে তিনি আপনাকে শুদ্ধ করতে পারেন যেন আপনি তার কাছ থেকে আনন্দ ও শান্তি পেতে পারেন।

মথি ৬:৩৩
33 *কিন্তু তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ও তাঁর ইচ্ছামত চলবার জন্য ব্যস্ত হও। তাহলে ঐ সব জিনিসও তোমরা পাবে। কালকের বিষয় চিন্তা কোরো না;*

দিন ১৪

পবিত্র আত্মা সবকিছু খুজে বেড়ায়

১ম *করিন্থিয় ২:৯-১১*
9 *কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রের কথামত, "ঈশ্বরকে যারা ভালবাসে তাদের জন্য তিনি যা যা ঠিক করে রেখেছেন, সেগুলো কেউ চোখেও দেখে নি, কানেও শোনে নি এবং মনেও ভাবে নি।"*
10 *কিন্তু ঈশ্বর তাঁর আত্মার মধ্য দিয়ে সেগুলো আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, কারণ পবিত্র আত্মার অজানা কিছুই নেই, এমন কি, তিনি ঈশ্বরের গভীর বিষয়ও জানেন।* **11** *মানুষের মধ্যে এমন কে আছে, যে অন্য মানুষের মনের কথা জানতে পারে? মানুষের মধ্যে যে আত্মা আছে সে-ই কেবল তার নিজের মনের কথা জানে। সেই রকম, ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া ঈশ্বরের মনের কথা অন্য কেউ জানতে পারে না।*

ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন। ঈশ্বর আমাদের জন্য অসাধারন/ স্পেশাল কিছু প্রস্তুত করে রেখেছেন। তিনি তার আত্মার মধ্য দিয়ে তা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর আমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন তা হলো খ্রীষ্ট যীশু সেই আত্মা ঈশ্বর সর্ম্পকে গভীর বিষয় গুলো খুঁজে বেড়ায়।

আমাদের কি অন্য কারোর এমন কি আমাদের কাছের মানুষদের চিন্তা বুঝবার ক্ষমতা রয়েছে? কিন্তু আমাদের মধ্যে থাকা সেই আত্মা আমাদের ঈশ্বরের চিন্তাগুলোকে জানতে সাহায্য করে।

ঈশ্বরের দেয়া সেই চমৎকার দান বা উপহারের কথা ভেবে আমাদের নিজেদেরকে কত না বিশেষ ভাবা উচিত।

প্রয়োগঃ
কিছুটা সময় নিন এবং ঈশ্বর কে ধন্যবাদ দিন দানের জন্য যা হলো পবিত্র আত্মা।

দিন ১৫

আপনার দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির।

১ম করিন্থিয় ৩:১৬-১৭

16 তোমরা কি জান না যে, তোমরা ঈশ্বরের থাকবার ঘর আর ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের মধ্যে বাস করেন? 17 যদি কেউ ঈশ্বরের থাকবার ঘর নষ্ট করে তবে ঈশ্বরও তাকে নষ্ট করবেন, কারণ তাঁর থাকবার ঘর পবিত্র, আর তোমরাই সেই ঘর।

কল্পনা করুন যে আপনি কোন মন্দির/ গির্জা ঘরে গিয়েছেন এবং দেখলেন যে সেখানে পাপ পূর্ন সব কার্যকলাপ চলছে, আপনি কি রেগে যাবেন না? সেই ভাবে আমরা ও অনেক সময় রেগে যাই যখন আমরা আমদের সহভাগিতার মধ্যে নিদিষ্ট কিছু বিষয় ঘটতে দেখি।

একই ভাবে আমাদের দেহকে ও সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত রাখা উচিত, ব্যভিচার থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত।

১ম করিন্থিয় ৬:১৮

18 *সমস্ত রকম ব্যভিচার থেকে পালিয়ে যাও। মানুষ অন্য যে সব পাপ করে তা তার দেহের বাইরে করে, কিন্তু যে ব্যভিচার করে সে নিজের দেহের বিরুদ্ধেই পাপ করে।*

আসুন আমরা ঈশ্বরের মন্দির কে ধ্বংস না করি, বরং এটা যেন আমরা পবিত্র রাখি। আপনি আপনার নন, আপনাকে অনেক দাম দিয়ে কেনা হয়েছে। সেই জন্য আপনার দেহের মধ্য দিয়ে আপনি ঈশ্বরকে সম্মানিত করুন। (১ম করিন্থিয় ৬:২০)

প্রয়োগঃ

কিছু সময় নিন, পাপ স্বীকার করুন এবং মন পরিবর্তন এবং ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করুন বিশেষ ভাবে আপনার দেহের সেই সব অঙ্গের জন্য পাপ কাজে ব্যবহার করেছেন সেই সমস্ত অঙ্গ দিয়ে কিভাবে ঈশ্বর কে সম্মান দেখাবেন তার পরিকল্পনা করুন।

দিন ১৬

পবিত্র আত্মার অভিব্যক্তি/ প্রকাশ

১ম করিন্থিয় ১২:৪-৭

4 *একই পবিত্র আত্মার দেওয়া বিশেষ দান ভিন্ন ভিন্ন রকমের। **5** আমরা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে একই প্রভুর সেবা করি। **6** আমাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন কাজ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একই ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কাজ করে থাকেন। **7** সকলের মংগলের জন্যই এক এক মানুষের মধ্যে এক এক রকম করে পবিত্র আত্মা প্রকাশিত হন।*

বিভিন্ন দিক থেকে আমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন কিন্তু আমাদের ভিতরে যে আত্মা আছে তা একই। সেই জন্য আমাদের প্রত্যেক শিষ্যের প্রতি একই রকম মনোযোগ দেয়া উচিত। কখনো কখনো আমরা কারো কাজ বা গুন দেখে তাদের প্রতি বেশী মনোযোগ দিতে প্রলোভিত হই। সেই একই ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কাজ করে থাকেন। সকলের মঙ্গলের জন্যই এক এক মানুষের মধ্যে এক এক রকম করে পবিত্র আত্মা প্রকাশিত হন। আমাদের যে দান/গুন রয়েছে তা কি আমরা সকলের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করছি?

প্রয়োগঃ

পবিত্র আত্মার যে দান/গুন আপনাকে দেয়া হয়েছে তা খুঁজে বের করুন তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। খুঁজে দেখুন আপনার মধ্যে থাকা পবিত্র আত্মার দান/গুন দিয়ে আপনি আপনার পারিবারিক দল বা চর্চ কিভাবে সেবা করতে পারেন।

দিন ১৭
পবিত্র আত্মার কাজ কে ঈশ্বর ঠিক করে দেন।

১ম করিন্থিয় ১২:৮-১১
৪ কাউকে কাউকে সেই পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের কথা বা বুদ্ধির কথা বলতে দেওয়া হয়। 9-10 অন্য কাউকে কাউকে সেই একই আত্মার দ্বারা বিশ্বাস বা রোগ ভাল করবার ক্ষমতা বা আশ্চর্য কাজ করবার ক্ষমতা বা নবী হিসাবে ঈশ্বরের বাক্য বলবার ক্ষমতা বা ভাল ও মন্দ আত্মাদের চিনে নেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। আবার অন্য কাউকে কাউকে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলবার ক্ষমতা বা বিভিন্ন ভাষার মানে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। 11 এই সমস্ত কাজ সেই একই পবিত্র আত্মা করে থাকেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেইভাবেই এই সব দান প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে দেন।

সব সময় সহভাগিতার মধ্যে আমরা প্রত্যেক শিষ্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুনাবলী দেখতে পাই। এই সবই একই পবিত্র আত্মার কাজ। যাই হোক, আমরা আমাদের পছন্দ মতো বেছে নিতে পারিনা। আমরা ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারি কিন্তু ঈশ্বরই ঠিক করে দেন।

ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী পবিত্র আত্মার দানকে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। আপনি কি আপনাকে যে দান দেয়া হয়েছে তা খুজে পেয়েছেন? আমরা কি সকলের জন্য তা ব্যবহার করছি।
যদিও আমাদের প্রত্যেক কে ভিন্ন গুনাবলী দেয়া হয়েছে তার পরেও আমাদের সবারই সবাইকে প্রয়োজন। ঈশ্বর আমাদের সবাইকে একসঙ্গে করেছেন যেন আমরা তাঁর রাজ্যেকে গড়ে তুলতে পারি।

প্রয়োগঃ
পবিত্র আত্মার যে গুন আমাদের দেয়া হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে যেন ঈশ্বর আমাদের শক্তিশালী ভাবে ব্যবহার করেন তাঁর রাজ্যকে গড়ে তুলবার জন্য।

দিন ১৮
পবিত্র আত্মা জীবন দেয়

২ করিন্থীয় ৩: ৫-৬
4 খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উপর এই রকমের নিশ্চিত বিশ্বাসই আমাদের হয়েছে। 5 কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমাদের নিজেদের কোন কিছু করবার শক্তি আছে বলে আমরা দাবি করতে পারি, বরং আমাদের সেই যোগ্যতা ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। 6 একটা নতুন ব্যবস্থার কথা জানাবার জন্য তিনিই আমাদের যোগ্য করে তুলেছেন। এই ব্যবস্থা অক্ষরে অক্ষরে আইন-কানুন পালনের ব্যাপার নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মার পরিচালনায় অন্তরের বাধ্যতার ব্যাপার; কারণ আইন-কানুন মৃত্যু আনে, কিন্তু পবিত্র আত্মা জীবন দান করেন।

আমাদের উপযুক্ত (দক্ষ ও সক্ষম) হতে হবে। একটা নতুন ব্যবস্থার কথা জানাবার জন্য ঈশ্বরই আমাদের যোগ্য করে তুলেছেন। বাহ্যিক ভাবে এই পত্র পাথরে লেখা ব্যবস্থা। পুরাতন নিয়মের মধ্যে এ ব্যবস্থা এসেছে।

নতুন নিয়মে আমাদের অন্তরে বাসকারী পবিত্র আত্মাই আমাদের হৃদয়ে লেখা ব্যবস্থার মত। তিনি আমাদের পরিচালনা করা ও আমাদের ব্যবস্থা করার জন্যই আমাদের অন্তরে আছেন। তথাপি, পবিত্র আত্মা এবং ব্যবস্থা একে অপরের বিরোধী নয়। তারা একসাথে কাজ করে এবং পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে যা আসে তাই সর্বোত্তম। পবিত্র আত্মা আমাদের জীবন দেয়।

প্রয়োগঃ
আপনি কি ঈশ্বরের কাজের রক্ষাকারী হিসেবে যোগ্য? (এখানে সেবাকরী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)। কোন কোন ক্ষেত্রে আপনার আরও বৃদ্ধি পেতে হবে যাতে আপনি ভাল সেবাকারী হতে পারেন ? পবিত্র আত্মার সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করুন যেন আপনি একজন যোগ্য সেবাকারী হতে পারেন।

দিন ১৯
পবিত্র আত্মার কার্যক্রম মহিমাপূর্ণ

২ করিন্থীয় ৩:৭-৯
7 *পাথরে লেখা যে ব্যবস্থার ফলে মৃত্যু আসে সেই ব্যবস্থা দেবার সময় ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে মোশির মুখও ঈশ্বরের মহিমায় উজ্জ্বল হয়েছিল। সেই উজ্জ্বলতা যদিও আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছিল তবুও ইস্রায়েলীয়েরা মোশির মুখের দিকে তাকাতে পারে নি।*
8 *যদি এই ব্যবস্থার ফল এত মহিমাপুর্ণ হতে পারে, তবে পবিত্র আত্মার কাজের ফল কি আরও মহিমাপূর্ণ হবে না? 9 যে ব্যবস্থার দ্বারা মানুষকে দোষী বলে স্থির করা হয় তার কাজ যদি এত মহিমাপূর্ণ, তবে যে ব্যবস্থার দ্বারা মানুষকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হয় তার কাজ আরও কত না বেশী মহিমাপূর্ণ!*

পুরাতন ব্যবস্থা মানুষকে দোষী বলে স্থির করে কিন্তু নতুন ব্যবস্থা মানুষকে নির্দোষ বলে প্রহণ করে। যখন আমরা অন্যদের হৃদয়ের বিষয়ে কাজ করি; তখন কি আমরা তাদের দোষী করার দিকে দৃষ্টি দেই, নাকি নির্দোষ/ধার্মিক হবার দিকে মনোযোগ দেই?
পুরাতন ব্যবস্থায় মোশীর মুখের উজ্জ্বলতা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছিল কিন্তু নতুন ব্যবস্থার উজ্জ্বলতা কখনও কমে না।
ঈশ্বর আমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন তার জন্য কি আমরা নিজেদের ধন্য মনে করি ?

প্রয়োগঃ
কাউকে সঙ্গে নিয়ে প্রার্থনা করুন এবং ঈশ্বর আপনাকে তাঁর রাজ্যে যে দায়িত্ব দিয়েছেন- তার জন্য ধন্যবাদ দিন।

দিবস ২০
আত্মাকে আমাদের আমানত হিসাবে দেওয়া হয়েছে

২য় করিন্থীয় ৫:৫-৭ পদ: "৫ এরই জন্য ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তারই প্রথম অংশ হিসাবে তিনি পবিত্র আত্মাকে আমাদের দিয়েছেন। ৬ এইজন্য কখনও আমাদের সাহসের অভাব হয় না, আর আমরা বুঝতে পারছি যে, যতদিন আমরা এই দেহের ঘরে বাস করব ততদিন প্রভুর কাছ থেকে দূরে থাকব। ৭ যা দেখা যায় আমরা তো তার দ্বারা চলি না, বরং বিশ্বাসের দ্বারা চলাফেলা করি।"

যখন আপনি অন্যকে কোনো কারণে জামানত দেন- যেমন: ঘর এর জন্য আমরা প্রাথমিকভাবে কিছু টাকা বা জামানত দেই। তার অর্থ হচ্ছে আপনি আংশিকভাবে নিশ্চায়তা দিচ্ছেন যে একদিন পুরোটাকা দিবেন।
ঈশ্বর আমাদেরকে জামানত হিসেবে পবিত্র আত্মাকে দান করেছেন এবং সামনে যে মহিমা আমরা পাবো সেই নিশ্চয়তা দিয়েছেন। মাঝখানে এই ক্ষনস্থায়ী বাসস্থানে আমরা কিছুদিনের জন্য যন্ত্রনা পাচ্ছি এবং স্বর্গীয় বাসস্থানে বাস করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছি।

যা দেখা যায় তার দ্বারা না পরিচালিত হয়ে, বরং আমাদের বিশ্বাসের দ্বারা চলাফেলা করা উচিত। পিতা ঈশ্বরের গৃহে আমাদের জন্য ঘর প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রয়োগ :
বিশ্বাসের সাথে আজ উৎসাহমূলক কিছু করুন যা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আসে।

দিবস ২১
পবিত্র আত্মার সাহায্যে আপনার লক্ষ অরজন করুন

গালাতীয়ঃ ৩:১-৩
১ ওহে অবুঝ গালাতীয়েরা! কে তোমাদের যাদু করেছে? তোমাদের কাছে তো স্পষ্টভাবেই প্রচার করা হয়েছে যে, যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। ২ আমি কেবল তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাই তোমরা আইন- কানুন পালন করে কি পবিত্র আত্মাকে পেয়েছিলে, না সুখবর শুনে বিশ্বাস করে পেয়েছিলে? ৩ তোমরা কি এতই অবুঝ? পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করে কি এখন নিজের চেষ্টায় পূর্ণতা লাভ করতে যাচ্ছ?"

আইন-কানুন পালন করে পবিত্র আত্মাকে পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্যেকে পবিত্র আত্মা পেয়েছি আমাদের সরল বিশ্বাস এর জন্য।
এই সরল বিশ্বাসে স্থির থাকা এবং যীশুতে বাস করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায় বা পরিপক্কতা আসে। গালাতীয়রা এই বিষয়টা বুঝতে পারে নি। তারা নিজেদের ঠকাচ্ছিল এই ভেবে যে শারীরিক শক্তির জোরে আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা আসে।

পবিত্র আত্মার সাথে যাত্রা শুরু করার পরে কি আমরা আমাদের অভীষ্ট-লক্ষ্য অর্জন করার জন্য শারীরিক শক্তির উপর নির্ভর করছি?

প্রয়োগ :
আপনার প্রতিদিনকার জীবন পরিক্ষা করে দেখেন কোথায় আপনি পবিত্র আত্মার উপর বিশ্বাস করার চেয়ে নিজের কাজের শক্তির উপর বেশি নির্ভর করেছেন এবং নিজেকে সংশোধন করেন। নতুন বছরের শুরুতে আপনি যেসব সঙ্কল্পগ্রহণ করেছিলেন, সেগুলি নিয়ে কি আপনি কাজ করছেন? প্রতিনিয়ত পবিত্র আত্মার কাছে সাহায্য চান এবং বিশ্বাস করুন যে প্রতিজ্ঞা বা সঙ্কল্পগ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরের শক্তিতে আপনি সেগুলি থেকেও আরও বেশি কিছু করতে পারেন।

দিন ২২

পবিত্র আত্মা ঈশ্বরকে আব্বা, অর্থাৎ পিতা বলে ডাকেন

গালাতীয় ৪:৬-৯
৬ তোমরা সন্তান বলেই ঈশ্বর তাঁর পুত্রের আত্মাকে তোমাদের অন্তরে থাকবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই আত্মা ঈশ্বরকে আব্বা, অর্থাৎ পিতা বলে ডাকেন। ৭ ফলে তোমরা আর দাস নও বরং সন্তান। যদি তোমরা সন্তানই হয়ে থাক তবে ঈশ্বর যা দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন তোমরা তার অধিকারী। ৮ আগে যখন তোমরা ঈশ্বরকে চিনতে না তখন তোমরা যাদের সেবা করতে তারা আসলে কোন দেবতাই নয়। ৯ কিন্তু এখন তোমরা ঈশ্বরকে চিনেছ; তার চেয়ে বরং এই কথা বললে ঠিক হবে যে, ঈশ্বরই তোমাদের চিনেছেন। তাহলে কেমন করে তোমরা আবার জগতের সেই নানা দুর্বল ও নিষ্ফল রীতিনীতির দিকে ফিরছ? তোমরা কি আবার সেই সবের দাস হতে চাইছ?

কল্পনা করুন আপনি একজন মহান রাজা বা প্রেসিডেন্টের সন্তান। আপনার জীবন পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে যাবে। এ রকম একজন রাজার সন্তান হিসাবে আপনার কি কি স্বপ্ন থাকবে? আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আমরা আর দাস নই কিন্তু সন্তান। ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর উত্তরাধিকার ও করেছেন। আমাদের কি তাঁর রাজ্যের জন্য কোন স্বপ্ন রয়েছে? কি একটা সুযোগ যে ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর ছেলে-মেয়ে হিসাবে ডেকেছেন।
আপনি কি কোন কিছুতে আটকে আছেন বা কারো সাথে অথবা কোন দুঃখ জনক মূল্যবোধ/দৃষ্টি ভঙ্গি দ্বারা?

প্রয়োগ :
আপনার দুঃখ জনক ও দুর্বল মূল্যবোধের তালিকা করুন, এবং সেগুলো নিয়ে প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর উদ্ধার করেন। কারো সাথে আলোচনা করুন যিনি আপনাকে আত্মিকভাবে সাহায্য করতে পারে বিষয় গুলো থেকে বের হয়ে আসতে।

দিন ২৩
পবিত্র আত্মায় জীবন যাপন

গালাতীয় ৫:১৬-১৭
১৬ আমি যা বলছি তা এই-তোমরা পবিত্র আত্মার অধীনে চলাফেরা কর। তা করলে তোমরা পাপ-স্বভাবের ইচ্ছা পূর্ণ করবে না। পাপ-স্বভাব যা চায় তা পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে এবং পবিত্র আত্মা যা চান তা পাপ-স্বভাবের বিরুদ্ধে। ১৭ পাপ-স্বভাব ও পবিত্র আত্মা একে অন্যের বিরুদ্ধে বলে তোমরা যা করতে চাও তা কর না।

যদি আমরা আত্মার দ্বারা পরিচালিত হই আমরা পাপি স্বভাবের ইচ্ছাকে মেনে নেব না। আত্মা সব সময়ই আমাদের সাথে আছে।

কল্পনা করুন যদি আপনার বাবা সব সময় আপনার সাথে থাকে এবং আপনি পাপ করার জন্য পরিকল্পনা করছেন। তিনি আপনাকে তা করতে দেবেন না। অন্য কথায় আপনাকে যদি কোন পাপ করতে হয়, তাহলে আপনাকে আপনার বাবাকে পাশে সরিয়ে রাখতে হবে ও করতে হবে।
আসুন আমরা আমাদের পাপি স্বভাবের ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য আত্মাকে পাশে সরিয়ে না রাখার জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা করি।

প্রয়োগ :
আপনার পাপি স্বভাব গুলোকে চিহ্নিত করুন এবং মুক্তির জন্য প্রার্থনা করুন। যখন আপনি প্রলোভিত হন তখন পবিত্র আত্মাকে সতর্কতার সাথে শুনুন ও তাঁর দিক নির্দেশনা এবং সমর্পনের মধ্য দিয়ে আনন্দিত হন।

দিন ২৪

পবিত্র আত্মার ফল

গালাতীয় ৫:২২-২৫
২২ কিন্তু পবিত্র আত্মার ফল হল-ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভাল স্বভাব, বিশ্বস্ততা, ২৩ নম্রতা ও নিজেকে দমন। এই সবের বিরুদ্ধে কোন আইন নেই। ২৪ যারা খ্রীষ্ট যীশুর, তারা তাদের পাপ-স্বভাবকে তার সমস্ত কামনা-বাসনা সুদ্ধ ক্রুশে দিয়ে শেষ করে ফেলেছে। ২৫ যদি আমরা পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে জীবন পেয়ে থাকি তবে এস, আমরা পবিত্র আত্মার অধীনেই চলাফেরা করি।

আমাদের কি কোন আত্মার ফল আছে? কে এই ফল উৎপাদন করেন? আপনিকি বুঝতে পারছেন যে আমরা এটা তৈরি করতে পারিনা শুধু মাত্র পবিত্র আত্মাই পারে। আমাদেরকে যা করতে হবে তা হল পবিত্র আত্মাকে আমাদের অন্তরে বিকশিত হতে দিতে হবে, মনে ও জীবনে স্থান দেওয়ার মধ্যদিয়ে। এর মানে হচ্ছে আমাদেরকে পাপি স্বভাবের পথ থেকে দূরে থাকতে হবে। আমাদের পাপি স্বভাব যা চায় তার মৃত্যু ঘটাতে হবে। (এটা হল সমস্ত কাঁটা ও কাঁটাগাছ এবং আগাছা তুলে ফেলা যেন ভাল গাছ বৃদ্ধি পেতে ও ফলশালী হতে পারে) নিজের জন্য বেঁচে থাকা বন্ধ করে খ্রীষ্টের জন্য বেঁচে থাকতে হবে। তাহলে আত্মা ফলশালী হবে।
একজন আত্মিক মানুষের জীবনে পবিত্র আত্মার সমস্ত কিছুই থাকবে। ওই গুনাবলি গুলো তখনই আসবে যখন আমরা আমাদের পাপি স্বভাবকে তার ঝোঁক ও আগ্রহ সহ ক্রুশে দিব।

আসুন আমরা পাপি স্বভাবকে তার ঝোঁক ও আগ্রহ সহ ক্রুশে দেওয়ার জন্য সব রকমভাবে চেষ্টা করি।

প্রয়োগ :
আপনার মধ্যে বর্তমান পাপি স্বভাবের ফলের একটা তালিকা তৈরি করুন এবং প্রার্থনার সাথে একটি পরিস্কার পরিকল্পনা তৈরি করুন যা সকল পাপি স্বভাবের মৃত্যু ঘটাবে। আত্মা আপনার মধ্যে যে পবিত্র আত্মার ফলকে বৃদ্ধি করছে তাঁর বিষয়ে আনন্দিত হন।

দিন ২৫
পবিত্র আত্মা একটি সীল

ইফিষীয় ১:১৩-১৪
১৩ আর তোমরাও সত্যের বাক্য, অর্থাৎ পাপ থেকে উদ্ধার পাবার সুখবর শুনে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছ। খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত হয়েছ বলে ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা করা পবিত্র আত্মা দিয়ে তোমাদের সীলমোহর করে রেখেছেন। ১৪ যারা ঈশ্বরের নিজের সম্পত্তি তাদের তিনি একটা অধিকার দেবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাদের যতদিন না সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা হয় ততদিন পর্যন্ত সেই অধিকারের প্রথম অংশ হিসাবে পবিত্র আত্মাকে তাদের দেওয়া হয়েছে। আর এই সবের দ্বারাই ঈশ্বরের মহিমার প্রশংসা হবে।

আমরা জানি যে অফিসের সীল (বা স্ট্যাম্প) ছাড়া কোন সার্টিফিকেট অফিসিয়াল নয় বা তা গ্রহণ যোগ্য নয়।

যখন আমরা সুসমাচার শুনেছিলাম, আমরা খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হয়েছিলাম। যখন আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, মনপরিবর্তন করেছিলাম ও বাপ্তিস্ম নিয়েছিলাম, তখন আমরা এই সীল পেয়েছিলাম, পবিত্র আত্মা।

আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে যখন সার্টিফিকেট পাই যাতে লেখা তুমি আমার তা কতটা বিশেষ হয়? কতটা আমরা সৌভাগ্যবান এটা জেনে যে আমাদের নাম জীবন বইতে লেখা আছে?

প্রয়োগ :
আপনাকে যিনি আমন্ত্রণ করেছিলেন ও বাইবেল শিক্ষা দিয়েছিলেন তাদেরকে মনে করুন। তাদের জন্য প্রার্থনা করুন ও উৎসাহ জনক কথা লিখে জানান। আপনার মধ্যে পবিত্র আত্মার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন, যিনি হচ্ছেন গ্রহণ যোগ্যতার সীল।

দিন ২৬
পবিত্র আত্মাতে একতা বজায় রাখুন

ইফিষীয় ৪:১-৩
1 তাই প্রভুর জন্য বন্দী অবস্থায় আমি তোমাদের কাছে এই অনুরোধ করছি, ঈশ্বর যে জন্য তোমাদের ডেকেছেন তার উপযুক্ত হয়ে চল। 2 তোমাদের স্বভাব যেন সম্পূর্ণভাবে নম্র ও নরম হয়। ধৈর্য ধর এবং ভালবাসার মনোভাব নিয়ে একে অন্যকে সহ্য কর। 3 যে শান্তি আমাদের একসংগে যুক্ত করেছে সেই শান্তির মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার দেওয়া একতা রক্ষা করতে বিশেষভাবে চেষ্টা কর।
একতা প্রতিটি দল/গোত্র/চার্চের জন্য যে কতটা বড় ব্যাপার তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। একতা ভেঙ্গে ফেলা শয়তানের মূল একটি অস্ত্র। একতা ভাঙ্গলে শয়তানের পরিকল্পনা পূর্ণ হয়।
আপনারা পরিবারে বা মিনিষ্ট্রিতে একতাবদ্ধ যদি না হন, তবে এখনই সময় পরিবর্তন আনার। একতাবদ্ধ থাকা একটি অগ্রাধিকারের ব্যাপার। মনে রাখতে হবে একটু দেরি ও অনেক ক্ষতি করতে পারে।

একতার জন্য আমাদের প্রয়োজন পুরোপুরি ভাবে নম্র ও নরম স্বভাবে ধৈর্য্য ধরে একে অপরের ভার বহন করা। আর এই সবের উৎস যেন হয় ভাতৃপ্রেম।

প্রয়োগঃ
আপনার সহভাগিতার এবং পরিবারে কিরূপে আপনি নম্রতায় বেড়ে উঠতে পারেন যেন পবিত্র আত্মার একতা বজায় রাখতে পারেন এ বিষয়ে পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি পরিচালনা দিতে পারেন। অহংকারের যে কোন ক্ষেত্র আপনার অন্তরে ধরে রাখলে মন ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিন। মনে রাখবেন অহংকার একতাকে ধ্বংস করে দেয়।

দিন ২৭
আমাদের একই পবিত্র আত্মা দেয়া হয়েছে

ইফিষীয় ৪:৪-৭
4 ঈশ্বর তোমাদের ডেকেছেন বলে তোমাদের মধ্যে কেবল একটাই আশা আছে, মাত্র একটিই দেহ আছে, একজনই পবিত্র আত্মা আছেন, 5 একজনই প্রভু আছেন, একই বিশ্বাস আছে, একই বাপ্তিস্ম আছে, 6 আর সকলের ঈশ্বর ও পিতা মাত্র একজনই আছেন। তিনিই সকলের উপরে; তিনিই সকলের মধ্যে ও সকলের অন্তরে আছেন।
7 কিন্তু খ্রীষ্ট যেভাবে ঠিক করে রেখেছেন সেই পরিমাণ অনুসারে আমরা প্রত্যেকেই বিশেষ দয়া পেয়েছি।

খ্রীষ্টের কাছ থেকে দয়া গ্রহণ করা একটি বিশেষ সুবিধা বা আর্শীবাদ। তিনি তা প্রদান করেছেন। আমাদের সকলকে একই জীবন্ত আশায় ডেকে নেয়া হয়েছে। ঈশ্বরই সকলের উর্ধ্ব, সকলের মাঝে কার্যশীল এবং সকল কিছুর অধিকারী। আমাদের একই খ্রীষ্টের দেহে ডেকে নেয়া হয়েছে আর একই পবিত্র আত্মা দেয়া হয়েছে।

আমরা কি সকল ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে কাজ করতে দেখি? আমরা কি একই প্রভু, একই বিশ্বস, একই বাপ্তিস্ম ও একই ঈশ্বরে সম্মত আছি? আমাদের চারপাশের সকলে কি দেখে যে আমরা ঈশ্বরের পরিকলপনায় একাত্ম ?
নাকি আমরা পৃথক রাস্তায় যেতে চাই, আমার ইচ্ছামত, আমার ধারণা , আমার যা মনে হয়, আমার সাথে ঈশ্বরের সর্ম্পক, আমি যা বুঝি ও যে ভাবে বুঝি.....

প্রয়োগঃ
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন তাঁর দয়া এবং আহ্বানের জন্য। মনে করে দেখুন সেই সময়টি যখন আপনাকে ডেকে আনা হয়েছে এবং ঈশ্বরকে অনুসরণের জন্য যে সমস্ত সিদ্ধান্ত আপনি নিয়েছেন।
সকলকে সমান ভাবে দেখুন, গভীর শ্রদ্ধা ও ভাতৃপ্রেমেই গ্রহণ করে নিন।

দিন ২৮
পবিত্র আত্মাকে কষ্ট দেবেন না

ইফিষীয় ৪:২৯-৩১
29 তোমাদের মুখ থেকে কোন বাজে কথা বের না হোক, বরং দরকার মত অন্যকে গড়ে তুলবার জন্য যা ভাল তেমন কথাই বের হোক, যেন যারা তা শোনে তাতে তাদের উপকার হয়। 30 তোমরা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিয়ো না, যাঁকে দিয়ে ঈশ্বর মুক্তি পাবার দিন পর্যন্ত তোমাদের সীলমোহর করে রেখেছেন। 31 সব রকম বিরক্তি প্রকাশ, মেজাজ দেখানো, রাগ, চিৎকার করে ঝগড়াঝাঁটি, গালাগালি, আর সব রকম হিংসা তোমাদের কাছ থেকে দূর কর।

আদিপুস্তক ৬:২৯-৩১ পদে আমরা জানতে পারি যে সেই সময় পৃথিবীর মানুষের মধ্যে দুষ্টতা কতটা বিস্তার লাভ করেছিল এবং সবসময় মানুষ সেই দুষ্টতার মধ্য দিয়েই সব মন্দকাজ করছিল। ঈশ্বর গভীর-ভাবে বেদনাক্লিষ্ট হলেন এই ভেবে যে কেন তিনি মানুষ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তার অন্তর ব্যথায় ভবে ওঠে।

আমাদের অন্তরে যে পবিত্র আত্মা বাস করে তাকে আমরা কষ্ট দিই যখন আমরা পবিত্রতাকে অবহেলা করি অথবা যখন বস্তুগত অথবা জাগতিক বিষয়ের ওপর নির্ভর করি। যখন আমরা প্রার্থনা করার জন্য সময় পাইনা অথবা, অতীব ব্যস্ত থাকি তখন হয়ত আমাদের মধ্যে বাস করা পবিত্র আত্মা কষ্ট পান বা ব্যথিত হন।

প্রয়োগঃ
প্রার্থনাশীল ভাবে অন্যদের জিজ্ঞেস করুন যারা আপনার কাছের মানুষ যে আপনার কথাবার্তা কেমন এবং খুঁজে বের করুন যদি আপনার কথা, আপনার বক্তব্য অন্যদেরকে কি গেঁথে তুলছে বা গড়ে তুলছে নাকি সেখানে অন্য কাউকে আঘাত করার ইঙ্গিত আছে। আসুন আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো স্বীকার করি এবং ঈশ্বরের কাছে পাপ স্বীকার করি এবং প্রার্থনা করি পবিত্র আত্মা যেন আপনাকে পরিচালনা দেন যেন কথায় আপনি সর্তকপূর্ণ

হতে পারেন এবং প্রজ্ঞা পান এবং যেন শুধুমাত্র যা অন্যদেরকে গড়ে তোলার জন্য উপযোগী তাই আপনি বলেন। কেন না যখন আমরা অন্য কাউকে আঘাত করি তখন পবিত্র আত্মাকে কষ্ট দিই। পবিত্র আত্মাকে কষ্ট দেয়ার পরির্বতে, যেন আমরা তাঁকে আনন্দিত করার মত কথা বলি ও কাজও করি।

দিন ২৯
আত্মার তরবারি

ইফিষীয় ৬:১৬-১৭
16 এছাড়া বিশ্বাসের ঢালও তুলে নাও; সেই ঢাল দিয়ে তোমরা শয়তানের সব জ্বলন্ত তীর নিভিয়ে ফেলতে পারবে। 17 মাথা রক্ষার জন্য ঈশ্বরের দেওয়া উদ্ধার মাথায় দিয়ে পবিত্র আত্মার ছোরা, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ কর।

ঈশ্বর চেয়েছিলেন আমরা যেন আধ্যাত্মিক যোদ্ধা হই। তিনি চেয়েছিলেন আমরা যেন ঈশ্বরের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পরিধান করি যাতে আপনি শয়তানের সমস্ত চালাকির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন।

তলোয়ার হচ্ছে একজন যোদ্ধার প্রধান অস্ত্র। ভাবুন, একজন যোদ্ধা যুদ্ধ করতে গেল তলোয়ার ছাড়া। ঠিক একই রকম হয় যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করি না।
অনেক অনেক মানুষ ঈশ্বরকে ত্যাগ করে কারন তারা ঈশ্বরের বাক্য শুনছে না। আপনার বাইবেল স্টাডি কেমন?

প্রয়োগঃ
প্রত্যেকদিন ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করুন এবং অন্যদের সাথে সহভাগিতা করুন যা আপনি শিখেছেন। অধ্যবসায় করুন নোট নেওয়ার জন্য যা নাকি ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্যদিয়ে আপনাকে বলতে চান এবং প্রার্থনা করুন সেটার মধ্যদিয়ে এবং বিশ্বস্ত সহকারে ঈশ্বরের বাক্য অনুসরন করুন। ঈশ্বরের বাক্য মুখস্ত করার বিষয়ে পরিকল্পনা করুন যা আপনার মধ্যে বিশ্বাস তৈরি করতে সাহায্য করবে।
(এটা হতে পারে প্রত্যেকদিন অথবা প্রত্যেক সপ্তাহে।)

দিন ৩০
ঈশ্বরের দেওয়া উপহারকে প্রজজ্বলিত রাখুন।

২ তিমথীয় ১:৬-৭
6 এইজন্য আমি তোমাকে আবার এই কথা বলতে চাই-তোমার উপর আমার হাত রাখবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তোমাকে যে বিশেষ দান দিয়েছেন তা আবার জাগিয়ে তোলো। 7 ঈশ্বর আমাদের ভয়ের মনোভাব দেন নি; তিনি আমাদের এমন মনোভাব দিয়েছেন যার মধ্যে শক্তি, ভালবাসা ও নিজেকে দমনে রাখবার ক্ষমতা রয়েছে।

ঈশ্বর আমাদের শক্তি, ভালবাসা ও নিজেকে দমন করার আত্মা দিয়েছেন। একটি প্রশ্ন আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আপনার জীবন কি সাহস, শক্তি, ভালবাসা এবং আত্মনিয়ন্ত্রন দিয়ে পূর্ণ?

ঈশ্বর চায় তার দেওয়া উপহার যেন আমরা প্রজ্জ্বলিত রাখি। ঈশ্বর যা আপনাকে দিয়েছে তা প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন?

এটা কত চমৎকার হবে যদি ঈশ্বর আমাদেরকে বলে "চমৎকার হয়েছে, তুমি ভাল ও বিশস্ত দাস। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্থ; আমি তোমাকে অনেক বিষয়ে দায়িত্ব দেব। আস, মনিবের আনন্দে সহভাগী হও।"

প্রয়োগঃ
যে গরীব তার প্রতি ভালবাসা দেখাও।

দিন ৩১
পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করা

যিহুদা ১: ১৮-১৯
18 তাঁরা তোমাদের এই কথা বলতেন, "ঠাট্টা-বিদ্রূপ করাই যাদের স্বভাব তারা শেষ সময়ে আসবে এবং তাদের ভক্তিহীন কামনা-বাসনা অনুসারে চলবে।" 19 এই লোকেরা দলাদলির সৃষ্টি করে এবং তারা নিজেদের ইচ্ছামত চলে। তাদের অন্তরে পবিত্র আত্মা নেই।

আমরা কি সর্বপ্রচেষ্টা দিচ্ছি আমাদের মধ্যে পবিত্র বিশ্বাসকে তৈরি করার জন্য? আপনি কি বিভ্রান্ত হচ্ছেন ঐ সমস্ত ঠাট্টা বিদ্রুপকারীদের দ্বারা, যারা তাদের অর্ধামিক ইচ্ছা গুলোকে আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে?

এমন অনেকে আছে যারা নিছক সাধারন শিক্ষা অনুসরন করে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করে। আমাদের প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করা উচিত যেন আমরা তাদের নীতিগুলো দ্বারা আবদ্ধ না হই।

ইফিষীয় ৬:১৮- পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে মনে-প্রানে সব সময় প্রার্থনা কর। এই জন্য সজাগ থেকে ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের জন্য সব সময় প্রার্থনা করতে থাক।

প্রয়োগঃ
প্রার্থনা করুন আপনার পারিবারিক দলের প্রত্যেকটি শিষ্যের জন্য এবং ঈশ্বরের কাছে যেন জ্ঞান চাই তার কণ্ঠস্বর পরিস্কার ভাবে শুনতে পারি এবং বিশ্বস্ত সহকারে তা অনুসরন করতে পারি।